মাসিক উজ্জীবিত

৩৫ তম সংখ্যা | মাঘ-ফাগুন ১৪২৪

৫ম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী'১৮

প্রশিক্ষন

অতি দরিদ্র সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে নারী উপকারভোগী এবং তাদের খানার মানসম্মত জীবন যাপনের অবলম্বনের লক্ষ্যে পিকেএসএফএ-র উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে আইজিএ বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ভেলু মিয়া, ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরউমেদ, চরভূতা, রায়চাঁদ, মানিকা, চর কুকরী মুকরী, সাকুচিয়া, মনপুরা ও কলাতলী শাখায় দোতলা পদ্ধতিতে মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী শাখা সমুহে প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষন শেষে উপকারভোগীদের মাঝে একটি করে দোতলা মুরগীর খোপ বিতরন করা হয়েছে। প্রকল্প এবং উপকারভোগীদের যৌথ সমন্বয়ে এ খোপ বিতরন করা হয়।

রায়চাঁদ শাখায় মুরগী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষন

দোতলা খোপ পদ্ধতিতে দেশীয় মুরগী পালন।

পারিবারিক খামারে প্রতিটি দেশীয় মুরগী গড়ে বছরে সাধারনত ৫০-৬০ টি ডিম দিয়ে থাকে। অযত্ন এবং অব্যবস্থাপনা এবং বাচ্চা লালন পালনই ডিম কম দেওয়ার অন্যতম কারন। দোতলা পদ্ধতিতে প্রতিটি মা মুরগী বাচ্চা ফুটানোর পর থেকে এক মাস পরই মা মুরগী ও বাচ্চা আলাদা রাখা হয়। মা মুরগী নীচতলা এবং বাচ্চা দোতলায় নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে বড় হতে থাকে। ২য় তলায় বাচ্চা মুরগীকে ৩/৪ মাস লালন পালন শেষে বিক্রি করা হয়। মা মুরগী থেকে বাচ্চা আলাদা করার কারনে বাচ্চার প্রতি মমতাবোধ কমার কারনে মুরগীর মধ্যে হরমোন তৈরী হয়ে পুনরায় ১৫ দিনের মধ্যে আবারও ডিম পাড়ার উপযোগী হয়ে পড়ে। যেখানে আগে সময় লাগত ২-৩ মাস। দোতলা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরে ৯০-১০০ টি ডিম পাওয়া যাচ্ছে। দিনে দিনে দেশী মুরগী পালন কমে আসছিল, হারানো সেই দেশী মুরগীর জাত ধরে রাখতে এবং বাণিজ্যিকভাবে পারিবারিক খামারীরা লাভবান হতে এ কৌশল গ্রহন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি খোপে সাধারনত ২০টি মুরগী পালন করা যায়। প্রকল্পের অধীনে জেলায় এ পর্যন্ত প্রশিক্ষন শেষে ২৫০টি মুরগীর খোপ বিতরন করা হয়েছে।

বোরহানউদ্দিনের কহিনুরের মুরগীর খামার

তিন তলা পদ্ধতিতে মুরগী পালন:

পারিবারিক খামারীকে বাণিজ্যিক খামারীতে উন্নীত করা এবং এর কৌশল সম্প্রসারন করার লক্ষ্যে জেলায় প্রকল্প হতে ২০টি খামারীকে তিন তলা পদ্ধতিতে মুরগী পালনের জন্য একটি খোপ ও ৬০টি মুরগী অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। দেতলা পদ্ধতির মতই এই খোপে মুরগী লালন পালন হয়ে থাকে। প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত ২০টি খোপ অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়।

মানিকা শাখায় রাবেয়ার মুরগীর খামার

প্রাথমিক পুষ্টি ফোরাম:

শিশুর অপুষ্টি দেশের একটি বড় সমস্যা। অপুষ্টির কারনে শিশুর মানসিক এবং শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। পড়া লেখায় অমনোযোগীতার কারনে বিদ্যালয় হতে ঝড়ে পড়ছে শিশুরা। এসকল শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস, ব্যাক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, হাত ধোয়ার উপকারিতা, কৃমি নাশক সেবন, বয়সের সাথে উচ্চতা ও ওজনের পরিমাপ নির্ণয় বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টির ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিদ্যালয় ফেরৎ শিক্ষার্থী প্রায় শুন্যের কৌটায় এসেছে। শিক্ষার্থীরা

খাদ্যের উপাদান সম্পর্কে জানতে পেরেছে। সস্তা দামে যে সকল দামী খাবার বা পুষ্টি খাবার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিজেরা যেমন সচেতন তেমনি তাদের পরিবারেও এসবের চর্চা হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫টি ক্লাস হতে মোট ২৫ জন শিক্ষার্থীদের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫টি ক্লাসের মোট ২৫ জন ছাত্রীর সমন্বয়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পৃথক সেচ্ছাসেবক দল রয়েছে। প্রকল্পের প্যারামেডিক্যাল কর্মী প্রতি মাসে একটি করে পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা করেন। সেচ্ছাসেবকরা অন্যান্য সহপাঠিদের মাঝে উক্ত বিষয় সমুহ আলোচনা করেন।

ছাগলা স:প্রা:বি: পুষ্টি বিষয়ক সেশন পরিচালনা

সেচ্ছাসেবকদের প্রতি ৬ মাস পর পর ওজন, উচ্চতা, মোয়াকের মাধ্যমে তাদের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির হার মনিটর করা হয়। । প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১০টি প্রাথমিক ও ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লবন পানিতে সব্জির খামার।।

বাংলাদেশের দক্ষিনের জেলা ভোলার চরফ্যাশনের মুল ভুখন্ডের সর্বশেষ গ্রাম দক্ষিন আইচা। জলোচ্ছাস কিংবা অতি জোয়ারে লবন পানি প্রবেশ করে, প্রায়ই নষ্ট হয় ফসল । তাই এই এলাকায় সারজান পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে কৃষি খামার। ঐ গ্রামেরই অতি দরিদ্র পরিবারের দিনমজুর আলমগীরের স্ত্রী বিউটি বেগম (৩৮)। নিজের জমি না থাকলেও নগদ টাকায় জমি বন্ধক রেখে করেন সব্জি চাষ। স্বামী-স্ত্রীর দিন রাত প্রচেষ্টার ফসল এ সব্জি বাগান। ৮০ শতাংশ জমিতে কেঁচো সার ব্যবহার করে সাশ্রয় করেন অর্ধেকরও বেশী ইউরিয়ার ব্যবহার। উৎপাদন খরচ কমে যাওয়ায় সব্জির খামারে লাভের মুখ দেখেন। ৮০ শতাংশ সব্জি খামার থেকে বৎসর নীট ৪০ হাজার টাকা মুনাফা করেন পরিবারটি। শুধু তাই নয়, পাশাপাশ কবুতর, হাঁস-মুরগী, ছাগল ও গাভী পালন করেন। পুষ্টিগুন বজায় রেখে সব্জি রান্না করেন। বাথর-মে নিয়মিত স্যান্ডেল এবং টিপিট্যাপ ব্যবহার করেন ফলে আগের তুলনায় ডাইরিয়া সহ অন্যান্য রোগ বালাই অনেক কমেছে। বাড়ীর আঙিনায় ঔষধি গাছ রয়েছে যা নিজেদের প্রয়োজন মিটায়।

মানিকার বিউটি বেগমের সব্জির খামার

পেঁপেঁ, নিম, বাসক, সাজনা, উলটকমল, তুলসী, পাথরকুচি সহ অনেক উপকারী গাছ রয়েছে তার আঙ্গিনায়। নিজের জমিতে ব্যবহারের জন্য রয়েছে কেঁচো সারের খামার। বিউটি বেগম জানান, প্রতিদিন এলাকার কিশোরী সহ গৃহবধুরা তার খামার পরিদর্শনে আসেন। তার দেখাদেখি এলাকায় আরও ৫-৭টি কেঁচো সারের খামার গড়ে উঠেছে। বিউটি বেগম কবেসরকারি সংস্থা কোস্ট ট্রাস্টের উজ্জীবিত কর্মসুচি হতে বসত বাড়িতে সব্জি চাষের প্রশিক্ষণ নিয়ে এই খামার গড়ে তুলেছেন। নিজে শিক্ষিত না হলেও সন্তানদের পড়াচ্ছেন। স্বপ্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার।

পাথরে ফুল ফোটালেন ভোলার মনছুরা বেগম।।

ভোলা শহরের নিকটবর্তী মেঘনা নদী ঘেষে তুলাতলি গ্রাম। কয়েক দফা ভেঙ্গে গ্রামের অধিকাংশ স্থান এখন নদীগর্ভে। বসতভিটা বিলীন হওয়া অতিদরিদ্র পরিবারগুলো বেরীবাঁধের ঢালে আশ্রয় নেয়। মেঘনার কবল থেকে শহর রক্ষার জন্য বেরীবাঁধে ব্লক স্থাপন করা হয় । নি:সন্দেহে জনগনের নিরাপত্তার জন্য তা স্থায়ী সমাধান। কিন্ত ব্লকে জান মাল রক্ষা হলেও বেরী বাঁধে আশ্রিতদের চারনভুমি ও বেড়ীর ঢালে সব্জি চাষ সংকুচিত হয়ে আসছিল দিন দিন। কোস্ট ট্রাস্ট উজ্জীবিত কর্মসূচির আওতায় ব্লকে মাটি, গোবর ও কম্পোষ্ট সার ব্যাবহারের মাধ্যমে সব্জি চাষের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়। প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে রবি মৌসুমে চাষাবাদের জন্য লাল শাক ও লাউয়ের বীজ সরবরাহ করা হয়। গত মৌসুমে সাফল্যের পর এই বৎসর জেলার তুলাতলি এলাকায় বেড়ীবাঁবাধে ব্লকে লাউ চাষীর সংখ্যা বেড়ে যায়। তুলাতলির মানছুরা তাদের একজন। বেড়ীবাঁধে তিন শতাংশ জায়গায় লাউয়ের চাষ করেন তিনি। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে লাউ বাজারে বিক্রির আশা করছেন তিনি। মনছুরা জানান, ব্লকে মাটি না থাকার ফলে বাড়তি মাটি, কচুরিপানা, পানি ইত্যাদি দিতে হয়। স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বাড়তি যত্ন নিতে হয়। তবে ঝুঁকি কম কারন, জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা কম। রবি মৌসুমে সাধারনত নদীর পানি বর্ষার তুলনায় ৪/৫ ফুট কমে যায় বেরীবাধ থাকে নিরাপদ।

ভোলার তুলাতলির মানছুরার লাউ ক্ষেত

সম্পাদকীয়

উজ্জীবিত বার্তা ৩৫ তম সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।